বার-বাহার

OR

The Beauty of the Bar.

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)

Manners, not men, have always been my mark.
Goldsmith.

"নাট্য-বিকার", "পৌরাণিক পঞ্চরং" ও "রামপ্রসাদ"
রচয়িতা কর্তৃক প্রণীত।

(কলিকাতা ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে)
শ্রীজানকীনাথ বসু কর্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮।

মূল্য ।০ চারি আনা।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ।

(১৮ই জুলাই ১৮৯১। শনিবার। ৩রা শ্রাবণ ১২৯৮ সাল।)

পুরুষগণ।

অমরনাথ (বাবু শশীন্দ্রনাথ দে) ... জনৈক যুবক।

নিশানাথ („ গণেশচন্দ্র ঘোষ) ... ঐ পারিষদ্।

রায়বাহাদুর কিষণলাল (বাবু নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যো) অমরনাথের বন্ধু।

রাজাবাহাদুর বিশ্বেশ্বর („ কালীপ্রসন্ন মল্লিক) ঐ ঐ

মহারাজাবাহাদুর অচিন্ত্যপ্রকাশ (বাবু শৈলেন্দ্রকুমার রায়) ঐ ঐ

কাশীনাথ (বাবু কুঞ্জবিহারী বসু) ... অমরনাথের পিতা।

তিনকড়ি („ গোপাললাল দত্ত) ... অমরনাথের ভৃত্য।

বিজয়লাল („ যোগেন্দ্রনাথ ঘটক) ... উকীল।

ক্ষীরোদচন্দ্র („ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) পাওনাদার।

পাওনাদারদ্বয়, মক্কেলদ্বয়, সরিফের পেয়াদাদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

হৈমবতী (শ্রীমতী নিস্তারিণী) ... ... বিজয়লালের ভগ্নী।

লীলা („ গোলাপ) ... ... ঐ কন্যা।

বিমলা („ রাণী) ... ... অমরনাথের দাসী।

নর্ত্তকীগণ।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রহসন সম্বন্ধে যাঁহারা অভিনয়-নিপুণতায় কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ রহিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখের যোগ্য "কর্ত্তাবাবু"— যিনি অভিনয়ের শেষরক্ষা-কর্ত্তা এবং "উকীল" মহোদয়—যাঁহার বক্তৃতা চন্দ্রোদয়ে রঙ্গালয় সমুজ্জ্বলীকৃত এবং যাঁহার দ্বারা "বারের বাহার" সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কলিকাতা ;
২১এ কার্ত্তিক, ১২৯৮।

বার-বাহার।

Some to the fascination of a name
Surrender judgment hoodwinked.—*Cowper.*

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।

(অমরনাথ ও নিশানাথ।)

নিশা। আপনি যে বিজয়বাবুর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছেন, তা তো আমাকে বলেননি। বিজয়বাবু জেলাকোর্টে ওকালতি করেন, তাতে বুঝতেই পারছেন কত রোজকার।

অমর। নাহে, পয়সার জন্য তত নয়, মেয়েটী বড় ভাল; কিন্তু তার এই পিসী শালী বড় বজ্জাত। বিজয়বাবুর ইচ্ছে তার মেয়েকে দস্তুরমত কোর্টসিপ্ (Courtship) করিয়ে বিয়ে দেন, তা এই পিসী হারামজাদী বড় গোলযোগ লাগাচ্ছে, বেটী আমাকে আমলই দেয় না; তা আমি ছাড়নে-ওয়ালা নই, মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে যাই। দেখ, আজ আমার বড় মাথাটা ধরেছে, কালকের পার্টিটে (Party) কিছু গুরুতর গোছের হয়েছিল।

নিশা। আজ্ঞে হাঁ; আপনি কিন্তু বেশ আমোদে আছেন।

অমর। তা বটে, কিন্তু এই পাওনাদার বেটারা বড়ই

জ্বালাতন করে তুলেছে। দেনাটা বড় বেশী হয়ে পড়েছে, আর তো সামলাতে পারছিনি।

নিশা। তাতে আর কি এল গেল! প্রথমে বাপের বিষয় সব খরচ করতে হবে, তার পর দেনা করা। শাস্ত্রেই আছে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—আমোদের জন্য দেনা করেছেন; আপনি তো আর অশাস্ত্রীয় কাজ করেননি?

অমর। তা যাই বল।—আঃ! এই এক বেটা আসছে।

(প্রথম পাওনাদারের প্রবেশ)

তুমি বুঝি পাঁচ শ' টাকা পাবে? আর সুদতো আছেই।

১ম পাওনা। আজ্ঞে হাঁ, আপনি হিসাব করে দেখুন না।

অমর। আঃ! আমি তো আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করছিনি? আচ্ছা, আর যদি পাঁচ শ' টাকা দাও, তা হ'লে পুরোপুরি হাজার টাকা হয়।

১ম পাওনা। আজ্ঞে টাকাটা তো আমার নয়। যার টাকা, সে বড় পেড়াপীড়ি করছে, দুবেলা হাঁটাহাঁটি করছে।

অমর। আচ্ছা, আমি একটা মতলব ঠাউরেছি। সে যদি অত ব্যস্ত হ'য়ে থাকে, তবে তুমি কেন তাকে ও টাকাটা ফেলে দাওনা; আর আমাকে আর পাঁচ শ' দিয়ে পুরো হাজার টাকা পাওনা করে নাওনা? পরের লেঠায় কাজ কি?

১ম পাওনা। আজ্ঞে, আমার টাকা থাকলে তা করতে পারতেম; এখন কবে দেবেন বলুন।

অমর। আজ আমি বড় ব্যস্ত, পরে দেখা কোরো।

১ম পাওনা। বেশ মশাই!

[প্রস্থান।

নিশা। এ বেটাদের ঢুকতে দেন কেন?

অমর। নাহে, চটাচটি করলে একেবারে ক্রেডিট (Credit) খারাপ হয়ে যাবে।—আঃ! আবার আর এক বেটা!

(দ্বিতীয় পাওনাদারের প্রবেশ)

২য় পাওনা। মশাই, আমার টাকাটা অনেক দিন পড়ে আছে, আর তো রাখতে পারছিনি।

অমর। এখন এস, অনেক কাজ আছে।

২য় পাওনা। কতদিন আর এ রকম ভাঁড়াভাঁড়ি করবেন? আমি কি টাকা দিয়ে চোর? আপনাকে অসময়ে উপকার করেছিলেম তার বুঝি এই প্রতিফল?

অমর। না না, 'চোর' কেন? তুমি অসময়ে উপকার করেছ, তুমি অতি 'সাধু'! তা পরের উপকার করাই তো তোমার স্বভাব। নিশানাথ, আমার উপকারী বন্ধুর খাতির নাও।

নিশা। ওরে, ডিকেণ্টার আর গেলাসটা নিয়ে আয়তো।

২য় পাওনা। না মশাই, ওসব ভুগলুমিতে আমি ভুলিনি, আমার টাকার দরকার।

নিশা। সে তো সকলেরি।

অমর। তোমার জামাইটী কেমন হ'ল হে?

২য় পাওনা। আজ্ঞে, বেশ জামাই হয়েছে।—আমার টাকার কি?

অমর। শীতের তত্ত্ব কি রকম করলে?

২য় পাওনা। মশাই, আমার টাকা আজ ফেলে দিন।

নিশা। অত চটছো কেন? বিষয় কল্লে লেন দেন, এতো

সকলেই করে থাকে, তা বলে কি ভদ্রতা উঠে যাবে? এই পানটা খাও।

২য় পাওনা। (পান খাইয়া) শীঘ্র শীঘ্র যা হয় করে ফেলুন, আমার অনেক কাজ আছে।

নিশা। বোসো না হে, আমাদের সঙ্গে বাগানে যাবে এখন।

২য় পাওনা। না মশাই, আমার আমোদ করবার সময় নাই। টাকা দিন, না হয় আমি আজই উকীলের চিঠি দেব।

নিশা। তুমি তো বড় অভদ্র হে! দাও, আমার পানটা ফিরিয়ে দাও।

২য় পাওনা। বেশ! পানটা খাওয়ালেন, এখন আবার ফিরিয়ে দেব কেমন করে?

নিশা। তা তুমি টাকা ধার দিয়ে সে টাকাটা খরচ করালে, এখন আবার বাবু দেবেন কেমন করে?

২য় পাওনা। মশাই, আপনার শেষকথা কি বলুন।

অমর। যাওনা ভাই, কেন বিরক্ত কর।

২য় পাওনা। কবে আসবো ঠিক করে বলুন, এবারে যেন ফিরে যেতে না হয়।

অমর। আজ হচ্ছে কি বার?

২য় পাওনা। শনিবার।

অমর। আচ্ছা, আসছে শনিবার এস, সেই দিন বলে দেব কবে আসতে হবে।

২য় পাওনা। থাক, থাক, বোঝা গেছে।

[প্রস্থান।

নিশা। দেখুন দেখি মশাই, বড়লোক হবার কত গুণ!

কত লোক যাওয়া আসা করছে, কৈ আমাদের বাড়ীতে তো কেউ প্রস্রাব করতেও যায় না?—এই রে! আবার আর এক বেটা আসছে। উঃ!—এ বেটার মূর্ত্তি দেখ!

(ক্ষীরোদের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। কৈ মশাই, আপনার কিস্তি তো এই ছ মাসের মধ্যে এসে পৌছুল না, বোধ হয় নৌকাডুবি হয়ে থাকবে, এদিকে আমারও যে ভরাডুবি। আজ টাকা দিতেই হবে, তা নইলে আমার আর মান থাকে না। আমি সামান্য মানুষ, আমার পুঁজি যদি আপনার কাছেই বদ্ধ রইল, তা হ'লে আমার কার-বার চলে কিসে? আর তো কেউ আমায় ধারে মাল দেয় না। আমি কি টাকা ধার দিয়ে চোর?

অমর। এরা সকলে "চোর চোর" করে কেন? পাওনা-দার হলেই কি চোর হ'তে হয়? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, বসুন।

ক্ষীরোদ। কি বলুন।

অমর। আপনার নাম তো ক্ষীরোদবাবু?

ক্ষীরোদ। হাঁ, কেন, এতদিনের পর আবার নামের খোঁজ কেন? টাকাটা উড়িয়ে দিতে চান নাকি?

অমর। আহা হা হা! শুনুন না, ক্ষীরোদ বাবু—শ, ষ, স, হ, ক্ষ?

ক্ষীরোদ। পাঠশালা বসালেন যে!

অমর। দেখুন, আমি পাওনাদারদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করছি, তা আগুপিছু হ'লে পাছে কেউ দুঃখিত হন, এইজন্য আমি বর্ণমালা অনুসারে পেমেণ্ট (payment) করছি।

ক্ষীরোদ। সে কি রকম?

অমর। এই অ, আ, ই, ঈ—এই রকম। যাদের যাদের নাম 'অ'য়ের কোটায়, তাদের আগে; তার পর 'আ',—এই রকম 'ক্ষ' পর্য্যন্ত। তা আপনার নাম যদি 'নীরদ' বাবু হ'ত, তা হ'লে বোধ হয় দশ পনের বছর পরে আপনার টাকা ফিরে পেতেন। কিন্তু 'ক্ষ'র পালা যে কবে আসবে, তা তো বলতে পারিনি, সেইজন্য এখন পাকা কথা দিতে ভরসা কচ্ছিনি।

ক্ষীরোদ। বেশ বন্দোবস্ত করেছেন তো? তা আপনার জন্য নামটা তো আর এখন বদলাতে পারিনি। ভাল, 'ক্ষ' তো যুক্ত অক্ষর—'ক' আর মূর্দ্ধণ্য 'ষ'য়ে 'ক্ষ'—তা 'ক'য়ের দরুণ কিছু টাকা তো শীঘ্র পাব, তার পর না হয় মূর্দ্ধণ্য 'ষ'য়ের দরুণ বাকী টাকাটা এর পর দেবেন।

অমর। যুক্ত অক্ষর টক্ষর ও সব নব্যতন্ত্রের কথা, আমি বাপ পিতোমোর চাল তো ছাড়তে পারবো না। শ, ষ, স, হ, ক্ষ—বস্!

ক্ষীরোদ। তা বেশ। ভাল দেখিগে আদালতে কি নিয়মে ডিক্রী দেয়। যদি আপনার বর্ণমালা অনুসারে হয়, তা হ'লে আর ভাবনা কি? আপনার নাম 'অমরনাথ'—বুঝেছেন—স্বরে 'অ'!

[প্রস্থান।

অমর। আর চল্লোনা হে, বড়ই বেগতিক দেখছি।

(তিনকড়ির প্রবেশ ও পত্র প্রদান)

(পত্রপাঠান্তে) রামচন্দ্রবাবু আজকে সন্ধ্যার পর খাবার

নেমন্তন্ন করেছেন। আঃ! আসছে তিন হপ্তার মতন আমার রোজ খাবার নেমন্তন্ন রয়েছে, কেমন করে যাই?

নিশা। এখন আর রামচন্দ্র 'বাবু' নন, এখন 'অনরেবল'; রামচন্দ্র সেদিন যে কৌন্সুলের মেম্বর হয়েছেন।

অমর। বটে? তবে রোসো। দেখ্ তিনকড়ি, রামচন্দ্র বাবুকে—ওঁ বিষ্ণু!—অনরেবল রামচন্দ্রকে আমার নমস্কার জানিয়ে তাঁর লোককে বল্‌গে যে আমি সন্ধ্যার সময় তাঁর ওখানে হাজির হব। আর দেখ্, কেলেকে বল যে দৌড়ে রায় বাহাদুর কিষণলালকে বলে আসে যে, আজ যে তাঁর ওখানে যাবার কথা ছিল তা যেতে পাল্লেম না, দু দিন বাতে শয্যাগত আছি।

তিন। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ ও পত্র প্রদান)

অমর। কার চিঠি?

২য় ভৃত্য। আজ্ঞে, রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বরের; তাঁর লোক জবাবের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

অমর। (পত্রপাঠান্তে) ইস্! রাজা বাহাদুরের গার্ডেন পার্টি (Garden party), না গেলে বড় দুঃখিত হবেন—দেখ্, রামচন্দ্রবাবুর লোক চলে গেছে?

২য় ভৃত্য। আজ্ঞে, জবাব পেয়ে তখনি গেছে।

অমর। যা যা, ছুটে যা, গিয়ে তাকে বলে আয় যে আজ আমার একটা জরুরি কাজ আছে এখন মনে পড়্লো, সেই জন্য আজ যেতে পারবো না।

২য় ভৃত্য। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

নিশা। 'অনরেবল্' বুঝি 'রাজা বাহাদুরের' কাছে কল্‌কে পেলেন না?

অমর। নাহে তা নয়, রাজা বাহাদুর বড় সৌখীন লোক, আর আমার বিশেষ বন্ধু; ওকে বঞ্চিত কল্লে পাপ হবে।—তাই তো, আজ লীলার ওখানে যাই কখন?

নিশা। শুনিছি বিজয়বাবু কলকেতায় এসেছেন, এখানে প্রাক্টিস্ (Practise) করবেন; আপনার সঙ্গে আলাপ আছে তো?

অমর। না, তিনি তো এখানে থাকতেন না, আমাকে বোধ হয় চেনেন না। আমি তাঁকে দু'একবার চোখে দেখেছি মাত্র। শুনেছি, বাবাকে লিখেছিলেন যে তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

(দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। আজ্ঞে, রামচন্দ্র বাবুর লোককে তো ধরতে পাল্লেম না, শুনলেম সে ট্রামওয়ে চড়ে আর কোথায় গেল।

অমর। আঃ, ভাল আপদ! আচ্ছা, তুই রাজা বাহাদুরের লোককে বল্‌গে যে আমি বাগানে গিয়ে ঠিক সময়ে জুটবো। আমিই রামচন্দ্রবাবুকে বলে আসবো এখন।

[দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

অমর। কিরে, অত হাঁপাচ্ছিস কেন?

তিন। আজ্ঞে, মহারাজা বাহাদুর! মহারাজা বাহাদুর!

অমর। তা কি হয়েছে ?

তিন। আজ্ঞে, মহারাজা বাহাদুর দরজায় এসেছেন, আর বল্লেন, যে যদি আপনার আর কোন বিশেষ দরকার না থাকে, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে বাগানে যেতে হবে, সেখানে খাওয়া দাওয়া আছে।

অমর। মহারাজা বাহাদুর ? নিজে গাড়ীতে ? দরজায় দাঁড়িয়ে ? শীগ্‌গির আমার ভাল জুতো, চাদর আর ছড়িগাছটা আন্। আর দেখ্, কেলেকে বল্ ছুটে রামচন্দ্র বাবুর ওখানে যায়।

তিন। আজ্ঞে, সে যে রায় বাহাদুরের ওখানে গেছে।

অমর। আঃ ! তবে তুই রায়বাহাদুরের ওখানে—নানা—দেখ্, তুই রাজা বাহাদুর—না না না—আঃ ! তুই আগে রামচন্দ্র-বাবুর ওখানে গিয়ে তার পর রাজা বাহাদুরের ওখানে যাবি।

তিন। রামবাবুকে কি বলবো ?

অমর। আঃ ! এইমাত্র যা বলে দিলেম !

তিন। আজ্ঞে, আমাকে কিছুই তো বলেন নি।

অমর। আঃ ! যা হয় একটা বলিস গে।

তিন। আর রাজা বাহাদুরকে ?

অমর। তাঁকে বলিস যে কাশীপুরে আমার যে খুড়ো আছেন, তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করেছে।

(তিনকড়ির গমনোদ্যোগ)

না, না, ও কথায় বিশ্বাস করবে না, সে খুড়ো বেটার কিছু নেই। দাঁড়া—দেখ্—আচ্ছা, ঐ কথাই ভাল।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

এই দাঁড়ানা—আঃ ! দেখ্—

(তিনকড়ির প্রবেশ)

বলিস যে—কৈ, আমার ছড়ি আনলিনি ?

(তিনকড়ির গমনোদ্যোগ)

এই শোন্ শোন্—বলিস যে আপনার ওখানে আসবার জন্য যেই গাড়ীতে উঠবেন, অমনি বাবুকে ওয়ারিণে ধরে নিয়ে গেল।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

তুমি বোস, আমি আসছি।

নিশা। বেশ! আপনি তো বাগানে চল্লেন, আমি বসে কি করবো ?

অমর। হাঁ, হাঁ, বটে, বটে।

[উভয়ের প্রস্থান।

A woman moved is like a fountain troubled.

Shakspeare.

দ্বিতীয় দৃশ্য—পথ।

(গঙ্গাস্নান করিয়া হৈমবতীর প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া বিমলার প্রবেশ)

হৈম। দেখ্ বেমলা, তোকে একটা কথা বলি ; তুই আর লীলার কাছে তোর বাবুর চিঠি নে যাসনে। আর তোর বাবুকে বলিস, আমার বাড়ীতে যেন কখন না ঢোকে—খবরদার!

বিমলা। এ খবর আমাকে দিয়ে দেওয়া কেন ? তোমার ভাই তো বাড়ী এয়েছে, তাকে কেন বল না যে, আমার বাবুকে চিঠি লিখে বারণ করে।

হৈম। আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝবো এখন; তোকে যা বল্লুম, তাই কর্। খবরদার বলছি!

বিমলা। তুমিই কেন খবরদারি কর না। আমার বাবুতো আর চুরি করতে যায় না, তোমার ভায়ের হুকুম আছে তাই যায়। তা আচ্ছা, তোমার ভাইকে জানাব এখন, তিনি যদি বারণ করেন, তবে শুনবো।

হৈম। বটে রে হারামজাদি! আমার সঙ্গে চোপা? বাড়ী কার জানিস? আমি মনে কল্লে কাকেও ঢুকতে দিতে না পারি তা জানিস? রোস্, দাদাকে বলে একটা পুলিস-কেস করিয়ে দিচ্ছি, তোর নপর-চপর বেরিয়ে যাবে এখন। আমার বাড়ীতে ঢুকিস নে বলছি—খবরদার!

বিমলা। আইন দেখাচ্ছ? আচ্ছা, বাড়ী কার তাও দেখা যাবে। তোমাকে যদি জব্দ করতে না পারি, তবে আমি নাপতের মেয়ে নই।

হৈম। ওঃ! বেটীর আস্পর্দ্ধা দেখ!—লীলা, চলে আয়, রোদ্দুর উঠলো।

[প্রস্থান।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। সকাল বেলা আবার পিসিমার সঙ্গে কি হচ্ছিল?

বিমলা। তোমার পিসিমা বলছিলেন যে, এইবার থেকে তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে।

লীলা। কেন? সত্যি নাকি?

বিমলা। তোমার পিসিমার হুকুম যে আমার বাবু তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে পাবে না। তা বাবুর সঙ্গে যদি দেখা করতে না

চাও, বাবুর চিঠিও তো তোমাকে গিয়ে আনতে হবে? আমারও যে ঢুকতে বারণ।

লীলা। তা হ'লে কি হবে?

বিমলা। ভয় কি? তোমার বাবা এখানে আছেন, এর মধ্যে একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাবে। তোমার বাবার খুব মত আছে যে, তোমার সঙ্গে আমার বাবুর বিয়ে হ'য়ে যায়।

লীলা। ঐ পিসিমা আবার ফিরছেন, তুই সরে যা, আবার দেখা করিস।

[প্রস্থান।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। আবার দশবাইচণ্ডীকে খেপালি কেন?

বিমলা। এখনো খেপাইনি, এর পর পুরো খেপাব দেখবি।

তিন। আচ্ছা, বাবু তো সব ফুঁকে দিলে, তার পর উপায়? আমার বিয়ের সময় বাবু যে হাজার টাকা দেব বলেছিল, তা আর ঘটলো না।

বিমলা। কেন, তোর কি আর টাকার আশ মেটে না? কত হাজার পার কল্লি তার ঠিক নেই।

তিন। সে কথা ঠিক, তা সে যে উপরি রোজকার; আর এই বেলা গুছিয়ে না নিলে এর পর খাব কি? এর পর আর কি কোন বেটা আমাকে চাকর রাখবে? তবে কি জানিস, হাতে তুলে না দিলে মনটা বোঝে না যে, বাবু কিছু দিলেন। তা যাক, বাবুর ও কি বুদ্ধি হচ্ছে?

বিমলা। কেন?

তিন। ঐ উকীলের মেয়েকে বিয়ে করে কি হবে? তার

পয়সা আছে তো লবডঙ্কা—আর সেই বা বাবুকে মেয়ে দিচ্ছে কেন? আর তো বাবুর বিষয় রইল না যে মামলা বাধিয়ে কিছু লুটবে?

বিমলা। কেন, কর্ত্তাবাবুর অনেক টাকা এখনও আছে, সব টাকা তো পাঠায় না। আর হৈমবতী ঠাকরুণের বেশ পয়সা আছে, সে সব ঐ মেয়ে পাবে—বাবু তো আর বোকা নয়।

তিন। বিষয়ের মধ্যে ঐ বাড়ীখানি; তা সেখানি দামী বটে।

বিমলা। আরে না না, অনেক টাকা আছে, স্থদে খাটে। মাগী যেন যক্ষি! অত পয়সা, তবু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; আর মেয়েটাকেও হাঁটিয়ে গঙ্গাস্নান করায়। মাগীটে বড় বাঁকড়া, তা দেখি কতদূর হ'য়ে উঠে।

তিন। যাই, বেলা হ'ল, আবার চায়ের জল গরম করতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

——a limb o' the law, Sammy, as has got brains like the frogs, dispersed all over his body.—*Dickens.*

তৃতীয় দৃশ্য—কক্ষ।

(বিজয়লাল ও হৈমবতী।)

হৈম। দেখ, তুমি ও ছেলের সঙ্গে লীলার বিয়ে দিতে পারবে না।

বিজয়। কেন, তার অপরাধের প্রমাণ কি?

হৈম। শুনেছি সে বড় বওয়াটে ছেলে।

বিজয়। শুনেছ? শোনা কথা আদালতে গ্রাহ্য হয় না।

হৈম। তবে শুনেছি তার অনেক দেনা।

বিজয়। আবার শুনেছ? না, তুমি নিতান্ত অব্যবসায়ীর মত কথা কইতে লাগলে। চোখে কিছু দেখেছ?

হৈম। দেনা আবার চোখে দেখবো কেমন করে?

বিজয়। আহাহা! এমন কখন দেখেছ কি যে তার পাওনাদারেরা তার কাছে টাকা চাচ্ছে?

হৈম। না তা দেখিনি, তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা ওকে বাপান্ত করছে, তা আমি আপনার কাণে শুনেছি।

বিজয়। আহাহা! তার অসাক্ষাতে কে কি বলে তার জন্য আইনমতে সে অপরাধী হ'তে পারে না।

হৈম। তোমার আইন মাথায় থাক। তার বেলেল্লাগিরির কথা সহরময় ঢিঢি হচ্ছে, তোমার সখের আইনমতে সে সব কিছুই নয়!

বিজয়। আহাহা! সাক্ষাৎ প্রমাণ ভিন্ন আদালতে দোষ সাব্যস্ত হয় না।

হৈম। সে আবার কি রকম?

বিজয়। কি রকম? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর, 'ক' 'খ'য়ের ঘড়ি চুরি করেছে; 'খ' এসে হলফ করে আদালতে বল্লে যে 'ক'ই তার ঘড়ি নিয়েছে—বুঝেছ?

হৈম। বুঝেছি।

বিজয়। তার পর 'ক' কি কল্লে, না, 'গ' নামে এক সাফাই দিলে যে চুরির সময় সে উপস্থিত ছিল না—বুঝলে?

হৈম। যদি ছিল না, তবে চুরি কল্লে কেমন করে?

বিজয়। শুনে যাও। এ পর্য্যন্ত দুদিকের প্রমাণ তুল্য

মূল্য ; তার পর 'খ' কি কল্লে, না, 'ঘ' নামে এক প্রমাণ দিলে—মনে রেখ, এ সব সাক্ষাৎ প্রমাণ—যে সে 'ক'য়ের পকেটে সে ঘড়ি দেখেছে। তা দেখ,—বুঝতে পারছো?

হৈম। কৈ, না।

বিজয়। এ অতি সোজা কথা। তা দেখ, 'গ'য়ের প্রমাণ 'খ'—না না—'ঘ' কেটে দিলে ; তার পর 'ক'—না না—'গ'—না না—কি বলছিলেম ভাল—'ঘ' আর 'খ' একত্র হয়ে 'গ'কে—না না—'ক'কে দোষী প্রমাণ করলে। এখন বুঝতে পাল্লে?

হৈম। আমার ঘাট হয়েছে, আমি চলে যাই।

বিজয়। আহাহা! চাক্ষুষ প্রমাণ কি তাই বলছিলেম।

হৈম। তোমার রাক্ষুসে পেরমাণ তোমাতেই থাক, ও আমার বোঝবার দরকার নেই। আইন পড়লেই এমন বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাকি?

বিজয়। আইন না পড়লে কি মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, না নীতিজ্ঞান জন্মায়? বেনথাম বলেন—

হৈম। থাম্ বাবু, ভাল লাগে না। তার পর সে ছোঁড়া ভারি মাতাল।

বিজয়। শোনা কথা?

হৈম। না, এ আমার চোখে দেখা কথা।

বিজয়। তা হ'লে প্রাসঙ্গিক বটে। তা তাতে আর হয়েছে কি? মদ খাওয়া তো আর সভ্যতা-বিরুদ্ধ নয়? হাঁ, তবে যদি নেশার ঝোঁকে কোন অপরাধ করে তা হ'লে তার মার্জ্জনা নাই বটে। তা প্রমাণ করতে আর ব্যাপারটা কি? "যে তার অজ্ঞাতে কিম্বা তার অসম্মতিতে"—

হৈম। তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে! তোমার মেয়েকে যাকে ইচ্ছে তাকে দাওগে, আমার এক কাণাকড়িও কিন্তু তাকে দিচ্ছিনি। উকীলি করে তো তুমি যথেষ্টই করেছ—আর করবেই বা কোথা থেকে? উকীলির শিখেছই বা কি? আজও পর্য্যন্ত তো ক, খ, গ, ঘ করে বেড়াও।

বিজয়। দেখ, তার বাপের অনেক বিষয় আছে।

হৈম। সে তো সব ঠেক্স করে এনেছে; পাঁচজনে পড়ে তো সব ঠকিয়ে নিয়েছে।

বিজয়। কোন ভয় নাই, সব আদায় করে দেব। জষ্টিস ফ্রিয়ার—

হৈম। কি আর হবে তোমার সঙ্গে বকে! আমার ইচ্ছে হয় যে মাথামুড় খুঁড়ে মরি।

বিজয়। আহাহা! আত্মহত্যা করায় বিশেষ সাজা আছে জান?

হৈম। আত্মহত্যা করে ফেল্লে তোমার আইন আর কি করতে পারবে?

বিজয়। উঁহুহু! "যদি কেহ আত্মঘাতী হইবার উদ্যোগ করে এবং সেই অপরাধ করিবার নিমিত্ত কোন কার্য্য করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কোন কাল বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হইবেক, কি অর্থদণ্ড, কিংবা উভয় প্রকার দণ্ড হইতে পারিবেক ইতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৯ ধারা।"

হৈম। এমন ধারা পাগল তো কোথাও দেখিনি।

বিজয়। কি! পাগল বলা! ৪৯৯ ধারায় কি বলে জান? "কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা তাহার কোন দোষারোপ হইলে ঐ ব্যক্তির অনিষ্ট হইবে জানিয়া

কিংবা জানিবার কারণ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বাক্যেতে কিংবা পাঠ হইবার অভিপ্রায়ে কোন কথাতে কিংবা ইঙ্গিতে কিংবা দৃশ্যছবি প্রভৃতি কোন অনুরূপ দ্বারা তাহার প্রতি দোষারোপ করে, কি তাহা প্রকাশ করে, তবে সে ঐ ব্যক্তির অপবাদ করে বলা যায়।”—অপবাদের কি সাজা তা জান?

হৈম। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ কর।

বিজয়। আগে আদালতে প্লিড গিল্টি (plead guilty) কর, তবে ক্ষমা প্রার্থনা গ্রাহ্য করা যেতে পারে। এ বিষয়ের অনেক নজীর সংগ্রহ আছে।

হৈম। অদেষ্টে অনেক গেরো আছে তা জানি—আর সং-গেরো কেন? হায় হায়! উকীল হ’লেই কি এমনি সং হ’তে হয়?—যাই তোমার সঙ্গে আর বকাবকি করে কি হবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

A lucky chance that oft decides the fate
Of mighty monarchs.—*Thomson.*

চতুর্থ দৃশ্য—পথ।

(অমরনাথ ও তিনকড়ি।)

অমর। কত টাকা পেলি?

তিন। আজ্ঞে, সেই হীরের আংটীটা যার দাম আপনি হাজার টাকা বলেছিলেন, সে বেটারা তো আড়াই শ’ টাকার বেশী কেউ বলেনা, তা আমি তাই এনেছি।

অমর। বেশ করিছিস।

তিন। আর সেই পান্না-বসান পান-দানটা—আঃ সেটার

জন্যে ভারি নাকাল হ'তে হয়েছে। হুঁঃ! কর্ত্তাবাবু বলতেন তার দাম সাড়ে সাত শ' টাকা, কোথা সাড়ে সাত শ'? সওয়া শ' টাকার বেশী কেউ দিতে চাইলে না; তা আমি জানি আপনার টাকার দরকার, আমি তাতেই ছেড়ে দিলুম।

অমর। তা বেশ করিছিস।

তিন। আর আপনার যে সেই বাজাওয়ালা ছোট টেঁক ঘড়িটে—ও মশাই—ঘড়িওয়ালা বেটারা কি ডাকাত! দেখা সাক্ষাৎ দেড় হাজার টাকায় কর্ত্তাবাবু কেনেন, সেটার দাম কিনা বেটারা বলে আড়াই শ' টাকার বেশী নয়। যে দোকানে কেনা সেই দোকানে নে গেলুম, বল্লুম 'বাপু এখনো দু' বছর হয়নি, এরি মধ্যে এত ঘেটে গেল?' তা বেটা বল্লে কি যে 'ও কারিকরের ঘড়ি আর এখন ফেসিয়ান নেই।' আমি বল্লুম, 'বাপু অনেক লাভ খেয়েছ তো, ধর্ম্ম কি একেবারে নেই?' তা অনেক পেড়াপীড়ি ধস্তাধস্তির পর আর দশটা টাকা উঠলো, তা কাজেই আমাকে তাই নিয়েই আসতে হ'ল।

অমর। আরে, যা বাড়াতে পেরেছিস তাই লাভ। তা বেশ,—আর বসন্তী রংয়ের শালের জোড়াটা?

তিন। আঃ মশাই! তিন শ' টাকার বেশী কোন শালাই দিতে চায়না। তা পৌণে চার শ' টাকার জিনিসটে কি মাটীর দরে ছাড়বো? আমি রাগ করে ফিরিয়ে এনেছি।

অমর। দূর বেটা হাবাতে! যা যা, শীগ্‌গির তিন শ' টাকা নিয়ে আয়।

তিন। তা এখন গেলে যে গরজ বুঝবে। বোধ হয় দেড় শ' টাকা দেবে কি না সন্দেহ।

অমর। তা তাই আনবি। আর হীরের বোদামগুলো কি করলি?

তিন। সেগুলো ছাড়ি আর কি—এমন সময় একজন লোক আমাকে কাণে কাণে বল্লে যে এখন ছাড়িসনি, পনের দিনের ভেতর একজন কাপ্তেনবাবু কলকেতায় আসছে, তার কাছে ভাল দর পাবি।

অমর। প-নে-র দিন? দূর বেটা বোকা কোথাকার! পনের দিনে যুগ উল্টে যায়। আমায় যদি কেউ বলে যে দুটো টাকা ধার দিন, পনের দিন পরে আমি আপনাকে দু' শ' টাকা দেব, আমি তাও দিতে প্রস্তুত নই। যা যা, যা পাস তাই আনগে যা।—আবার দাঁড়ালি কেন?

তিন। আজ্ঞে, টাকাগুলো একবার গুণে নেবেন না?

অমর। বেটা আমি তোমার পোদ্দার কি না, তাই টাকা গুণতে হবে! আমার আর কোন চর্চ্চা নেই কেবল বসে বসে তোমার টাকাই গুণি? বেয়াদব কাঁহেকা!

[তিনকড়ির প্রস্থান।

তাই তো বেলাটা গেল যে—এখনো পার্টির কিছুই তদ্বির হ'ল না।

(ক্ষীরোদ ও সরিফের পেয়াদাদ্বয়ের প্রবেশ)

ক্ষীরোদ। এই তোমাদের আসামী, গ্রেপ্তার কর।—দেখুন মশাই, আদালত আপনার বর্ণমালা অনুসারে ডিক্রি দিয়েছে।

অমর। তা তো দেখছি, কিন্তু ওয়ারেণ্টের আগে যে নোটিস বেরোয় তা তো পাইনি।

ক্ষীরোদ। পেয়েছেন বৈকি? তবে আপনি বর্ণমালা

অনুসারে সব কাগজপত্র দেখে থাকেন কিনা, সেই জন্য বোধ হয় সেখানা এখনও আপনার খবরে আসেনি। শ, ষ, স, হ— তার পর ক্ষ কিনা ?

[প্রস্থান।

অমর। (স্বগতঃ) তাই তো বড় বিপদে পড়লেম গা !

২য় পেয়াদা। ভাবছেন কি ? টাকাটা ফেলে দিন না।

অমর। (স্বগতঃ) টাকাগুলোও ছাই আবার তিনকড়ের কাছে রইল। (প্রকাশ্যে) টাকাটা কাল সকালে দিলে চলবে না ?

১ম পেয়াদা। তা চলবে না কেন ? যে দিনে দেবেন, সেই দিনেই খোলসা পাবেন। তা হ'লে এখন চলুন।

অমর। কোথায় যাব ? আমার বাড়ীতে আজ যে পার্টি আছে।

১ম পেয়াদা। তা পার্টিটা না হয় সেইখানেই হবে এখন। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার ইয়ার বক্সি ঢের আছে, বেশ আমোদ হবে এখন।

অমর। (বিজয়লালকে দেখিয়া) আচ্ছা, এই ভদ্রলোকটী যদি জামিন হন, তা হ'লে আজ রাত্রের জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে পার ?

১ম পেয়াদা। বিজয়বাবু ? ওঁকে বেশ চিনি। তা আচ্ছা, উনি যদি জামিন হন, তা হ'লে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু বকসিস্‌টের বিষয় বিবেচনা করবেন।

অমর। তার জন্য আর ভাবনা কি ? (স্বগতঃ) কি করি ? বিজয়বাবুর সঙ্গে কোন কালে তো আলাপ নেই। তাই তো

বড় মুস্কিল দেখছি যে। এদিকে পার্টির কোন তদ্বির হ'ল না। যা থাকে কপালে এগিয়ে তো পড়ি। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) নমস্কার মশাই।

(বিজয়লালের প্রবেশ)

বিজয়। নমস্কার। আপনাকে চিনতে পারছিনি যে? আপনার প্রয়োজন কি?

অমর। আজ্ঞে, আমি পুলিশ কোর্টের দালাল। এই দুজন লোকের একটা মোকর্দ্দমা আছে, তাই আপনার কাছে একটা পরামর্শ করতে চায়।

বিজয়। কেসটা (Case) কি?

অমর। আজ্ঞে, অতি সামান্য বিষয়। ওদের একটা দামী গরু কে ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলেছে, তারির নালিশ করবে। ঘরে মেটাবার কথা হচ্ছে, তাই আপনি একটা পরামর্শ দিন।

বিজয়। তা বেশ, ওদের আমার সঙ্গে আসতে বল, আমি ঘরে গিয়ে ভাল করে শুনবো এখন।

অমর। যাও হে বাবুর সঙ্গে যাও, উনিই মিটিয়ে দেবেন এখন।

বিজয়। অতি তুচ্ছ বিষয়, এর জন্য এত গোলযোগ কিসের? এস-এস, আমিই মিটিয়ে দিচ্ছি। আপনি তবে আসুন।

অমর। নমস্কার মশাই।

বিজয়। নমস্কার, নমস্কার।

[একদিক দিয়া অমরনাথ ও অপর দিক দিয়া অন্য সকলের প্রস্থান।

For 'tis the sport, to have the engineer
Hoist with his own petard.—*Shakspeare.*

পঞ্চম দৃশ্য—কক্ষ।

(বিজয়লাল, মক্কেলদ্বয় ও পেয়াদাদ্বয়।)

বিজয়। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, এই ভদ্রলোক দুটী বসে আছেন, আগে এঁদের কাজটা মিটিয়ে দিই। আপনার কি কেস (Case) ? চট্‌পট্‌ বলুন।

১ম মক্কেল। আজ্ঞে, হরিচরণ মিত্র আমার নামে পাঁচ শ' টাকার হেণ্ডনোটের (handnote) এক নালিশ করেছে, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে ; আমি তাকে চক্ষেও কখন দেখিনে।

বিজয়। আপনি টাকা ধার করেন নি ? নোটের তারিখ কি ?

১ম মক্কেল। আজ্ঞে ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ৫ই মে। শুনলেম যে তিনটে সাক্ষীর দ্বারা সে প্রমাণ করাবে যে তারা আমাকে নোট সই করতে আর টাকা নিতে দেখেছে।

বিজয়। আচ্ছা, আপনি দেনা স্বীকার করুন গে।

১ম মক্কেল। বলেন কি মশাই ?

বিজয়। শুনুনির দিন আপনার পক্ষ থেকে চারটে সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করাব যে ইংরাজী ১৮৯০ সালের ১০ই জুনে তার বাড়ীতে সুদ সমেত সব টাকা পরিশোধ হয়েছে।

১ম মক্কেল। তার পর ? হেণ্ডনোট তার কাছে রইল কেমন করে ?

বিজয়। তার জন্য আর হয়েছে কি ? ঐ সাক্ষীরাই বলবে যে মহাজনের কাছে তখন নোটখানা উপস্থিত না থাকায় পরে ফিরিয়ে দেব বলেছিল। কিন্তু এ সাফাই যেন খুব গোপনে

থাকে, ও পক্ষে বুদ্ধিমান্ লোক আছে দেখছি।—যান, আমার মুহুরির কাছে আটটা টাকা দিয়ে যান।

[১ম মক্কেলের প্রস্থান।

তোমার কি গো?

২য় মক্কেল। আজ্ঞে, আমার বাগানের ভেতর একজনের গরু ঢুকে গাছপালা সব তছরূপ করেছে।

বিজয়। আকৃচার এইগুলো ঘটে থাকে। একটু বেশী ড্যামেজের (damage) নালিশ করা উচিত। কুড়ি টাকার দাবি করে দাও গে। আর যদি ঘরে মেটাতে পার তা হ'লে ভালই হয়; আমি মিছিমিছি আদালতে যেতে পরামর্শ দিইনি।

২য় মক্কেল। আজ্ঞে, আমারো তাই ইচ্ছে। তা আপনি মিটিয়ে দিন।

বিজয়। তা বেশ, তোমার আসামীকে ডেকে এন, মিটিয়ে দেব এখন।

২য় মক্কেল। আজ্ঞে, বিশেষ প্রমাণ আছে যে আপনার বাড়ীর গরুই আমার ক্ষতি করেছে।

বিজয়। বটে? (ভাবিয়া) তা আচ্ছা, আমার কন্‌সাল্টেসন্ ফি (Consultation fee) এক মোহর অর্থাৎ সতের টাকা দিয়ে চুকিয়ে নে যাও; অর্থাৎ আমার মুহুরীর কাছে সাত টাকা দিয়ে যাও।

২য় মক্কেল। কি রকম হ'ল? তা হ'লে যে উল্টে আমার তিন টাকা পাওনা হয়—কুড়ি টাকা তো ড্যামেজের দাবি?

বিজয়। বাপু, তুমিতো চাইলে কুড়ি টাকা, কিন্তু আদালত দশটী টাকার বেশী কখনই দিত না; তা নিখরচায় বিনা ঝঞ্চটে

দশ টাকা পেলে, তাতেও মন ওঠে না? যাও যাও, সাত টাকা দিয়ে যাও, আর আমি তোমাকে বেশী সময় দিতে পারিনি।—হাঁ, তোমাদের কথা—

[২য় মক্কেলের প্রস্থান।

পঞ্চাশ টাকার বেশী কি?

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে ঢের বেশী।

বিজয়। বিলিতী গরু দেখছি। ৪২৯ ধারায় বলে, "কোন হাতীর, কি উটের, কি ঘোঁড়ার, কি খচ্চরের, কি মহিষের, কি ষাঁড়ের, কি গরুর, কি বলদের, যে কোন মূল্য হউক, যদি কেহ তাহাকে, কিম্বা পঞ্চাশ টাকা কি অধিক মূল্যের অন্য কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া, কি বিষ খাওয়াইয়া, কি তাহার কোন অঙ্গহীন করিয়া, কি তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করে, তবে সে পাঁচ বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কয়েদ হইবেক, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড, কি ঐ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।"

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে।

বিজয়। তা তোমরা আসামীর সঙ্গে মিটমাট করে ফেল গে, মিছিমিছি আদালতে যাবার দরকার কি? কিছু না হয় কম জম করে নাও গে।

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, তা কেমন করে পারবো?

বিজয়। তোমাদের আসামীকে ডেকে এন, আমি মিটিয়ে দেব এখন।

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, আপনি মেটাবেন বলেই তো আসামীকে ছেড়ে দিলেম।

বিজয়। আসামীকে ধরে রাখবার তোমাদের কোন এক্তার নাই। ৩৪১ ধারায় তোমাদের মেয়াদ হ'তে পারে। আগে শমন করতে হবে।

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, ওয়ারিণ আমাদের সঙ্গেই আছে, এই দেখুন না।

বিজয়। ওয়ার‍্যাণ্ট (warrant)! কৈ দেখি?—একি! এ তো দেখছি দেনার জন্য ওয়ার‍্যাণ্ট! তামাসা করতে এসেছ?

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে না, আপনি তো টাকা দিতে চাইলেন, তাই আসামীকে ছেড়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে এলেম।

বিজয়। তবে কি তোমাদের গরুমারার মোকর্দ্দমা নয়—আমাকে মারবার ফন্দি হচ্ছে?

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, গরুর কথাতো জানিনি, আপনাকেই জানি বলে তো আসামীকে ছেড়ে দিলেম।

বিজয়। বটে? বঞ্চনা? "যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে দিতে কিংবা কোন ব্যক্তিকে রাখিবার অনুমতি দিতে প্রতারণাভাবে কি শঠতাক্রমে সেই বঞ্চিত ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মায়, কিংবা সেই বঞ্চিত ব্যক্তির ভ্রান্তি না হইলে সে অকর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত না, কিংবা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম করিত, এমত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কিংবা এমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিতে, যদি জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার প্রবৃত্তি জন্মায় ও তদ্রূপে যে কর্ম্ম করা যায়, কি যে কার্য্যের ত্রুটি হয়, তাহাতে যদি ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির শরীরের, কি মনের, কি সুখ্যাতির, কি সম্পত্তির হানি কি ক্ষতি হয়, কি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বঞ্চনা করে এমত বলা যায়।"

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, আমরা তো কোন অপরাধ করিনি।

বিজয়। অপরাধের সহায়তা করাও যা, আর অপরাধ করাও তা। সব বেটাকে জেলে দেব তবে আমি ছাড়বো।

১ম পেয়াদা। আজ্ঞে, টাকাটা তো এখন দিন।

বিজয়। অবশ্য—আমি বে-আইনি কাজ করবো না। টাকা দিচ্ছি, কিন্তু ড্যামেজ শুদ্ধ আদায় করবো তবে ছাড়বো।

[সকলের প্রস্থান।

Charms strike the sight, but merit wins the soul.—*Pope.*

ষষ্ঠ দৃশ্য—কক্ষ।

(অমরনাথ ও লীলা।)

লীলা। পিসীমা যদি টের পান তবেই তো গেছি! তা হ'লে আর বাড়ী ঢুকতে দেবেন না। তুমি বেমলাকে বল আমায় রেখে আসুক।

অমর। যে তোমায় বাড়ী থেকে বার করে দিতে চায়, তার বাড়ীতে যাবার আর দরকার কি? আজ থেকেই এই বাড়ী তোমার হ'ল।

লীলা। তুমি আমায় নিয়ে কি করবে? আমায় বিয়ে কল্লে পিসীমার একটী পয়সাও পাবে না।

অমর। তা জেনেও যখন তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন আর আমার ভালবাসার উপর সন্দেহ করা তোমার উচিত নয়। দেখ, যে স্ত্রীর টাকার জন্য বিয়ে করে, তার ভালবাসা টাকার সঙ্গে ফুরিয়ে যায়; যে রূপের জন্য বিয়ে করে, তার ভালবাসা যতদিন রূপ থাকে ততদিনেরি জন্য; আর

যে গুণে মোহিত হ'য়ে বিয়ে করে তার ভালবাসা চিরস্থায়ী। তুমি আমায় কিসের জন্য ভালবাস? আমার অবস্থা তো জান।

লীলা। যে টাকার খাতিরে ভালবাসে, সে তো বারাঙ্গনা।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। বাবুরো—খুড়ি—রাজাবাবুরো—খুড়ি—বাহাদুরের দল সব আসছে।

অমর। আচ্ছা, বাইরের ঘরে বসা গে।

[তিনকড়ির প্রস্থান।

লীলা। দেখ, ওদের সঙ্গ তুমি ত্যাগ কর।

অমর। এখন আমার জীবনের লক্ষ্য হয়েছে, আর বাজে আমোদ ভাল লাগে না। তবে আজ উদ্যোগ করে ফেলেছি, তাই। বোধ হয় এই আমার শেষ পার্টি।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ওগো শুনলুম কর্ত্তাবাবু নাকি এই মত্তর এসে পৌঁছেছে।

অমর। তাইতো, বিপদের উপর বিপদ!

লীলা। বেম্‌লা, শীগ্‌গির আমায় বাড়ী রেখে আয়।

বিমলা। ভয় নেই, ভয় নেই। এখন বেরোন হবে না; তোমাকে একটা ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখি। আপনাদের যেমন আমোদ হবে তাই হোক, আমি দেখিগে কোন রকম করে যদি কর্ত্তাবাবুকে এখন ভাগাতে পারি। আমি বেরিয়ে গেলে কাকেও দরজা খুলে দেবেন না।

[সকলের প্রস্থান।

She's at the topmost point of shameless artifice ;
An empress at deceiving.—*Aaron Hill.*

সপ্তম দৃশ্য—বাটীর সম্মুখ।

(কাশীনাথের প্রবেশ—অন্তরালে বিমলা।)

কাশী। ওঃ! চারদিন রেলের গাড়ীতে বসে বসে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ফোড়ার মত টাটিয়েছে। আসছে বছর পূজোর সময় আমার আসবার কথা ছিল, এত এগিয়ে এসেছি দেখে আমার অমরনাথ বোধ হয় বড় খুসী হবে।

বিমলা। (স্বগতঃ) রেলের গাড়ী চুরমার হলে বোধ হয় আরও খুসী হ'ত। (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) একি? একি দেখছি? কর্ত্তাবাবু? না না, জ্যান্ত না ভূত হ'য়ে এয়েছে?

কাশী। কিরে বিমলি, আমায় চিনতে পারছিস নে?

বিমলা। কর্ত্তাবাবু সত্যি সত্যি? না ভূতে তোমার রূপ ধরে ছলতে এয়েছে? রাম রাম রাম রাম!

কাশী। কিরে, তোর হয়েছে কি? আমি ভূত নই, সত্যি সত্যি আমি।

বিমলা। সত্যি সত্যি তুমি? আঃ! বাঁচলুম, পেন্নাম করি।

কাশী। থাক্, হয়েছে। ভাল আছিস তো? তোর বাবু কেমন আছে? বিষয় আশয় সব দেখছে তো? বোধ হয় ঢের টাকা জমিয়েছে, না?

বিমলা। একটা কাণাকড়িও না।

কাশী। সেকি রে?

বিমলা। যেমন টাকা আসে, অমনি বেরিয়ে যায়।

কাশী। বলিস কি রে?

বিমলা। সুদে খাটে। আপনি যতদিন এখানে ছিলেন না, ততদিন ধরে এ বাড়ীতে ভিড় কত! দিবে রাত্তির কেবল টাকা চাইতে আসে।

কাশী। এই তো চাই—বেশ, বেশ।

(জনৈক পাওনাদারের প্রবেশ)

বিমলা। (স্বগতঃ) এ বেটা আবার ভাল সময় এসে জুটলো।

পাওনা। দেখ বাছা, আমি তো আর হাঁটাহাঁটি করতে পারিনি। আজ যদি তোমার বাবু টাকা ফেলে দেন ভালই, না দেন, তা হ'লে কাল সকালেই ওয়ারিণ বার করবো। হাজার হাজার টাকা—বড় ফেলনা কথা নয়!

কাশী। এ আবার কি শুনছি?

বিমলা। পরে বলছি।

কাশী। ওগো, শোন শোন; আমার ছেলে কি তোমার হাজার টাকা ধারে?

পাওনা। আপনার ছেলে?

কাশী। হাঁ, হাঁ, আমার ছেলে—বিমলির মনিবই আমার ছেলে।

পাওনা। তা বেশ হয়েছে মশাই, আপনিই তবে টাকাটা ফেলে দিন।

কাশী। সে কথাটী বাবু আমি এখন বলতে পারিনি।

বিমলা। কিজন্যে টাকা ধার করা হয়েছিল তা শুনলে আপনি খুসি হ'য়ে এখনি টাকাটা ফেলে দেবেন।

কাশী। টাকা ধার করা হয়েছে শুনলে খুসি হব ?

বিমলা। বাবু খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন।

কাশী। টাকা ধার করা বুঝি বুদ্ধির কাজ ? তবে সে টাকাটা ফাঁকি দেবার জন্যে জেলে যাওয়া আরও বুদ্ধির কাজ হবে এখন !

বিমলা। আজ্ঞে শুনুন, দশ হাজার টাকা দিয়ে বাবু এক-খানা বাড়ী কিনেছেন। সকলে বলে যে, সে বাড়ীর দাম হেসে খেলে পঁচিশ হাজার টাকার কম নয়। বাবুর কাছে সে রাত্তিরে ন' হাজার টাকা বই ছিল না, পাছে অমন সস্তার বাড়ীটে হাত-ছাড়া হ'য়ে যায়, সেই জন্যে সেই রাত্তিরেই হাজার টাকা ধার করা হয়।

কাশী। বেঁচে থাকুক। তুমি বাবু কাল সকালে এসে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।

পাওনা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কাশী। সহরের কোনখানে সে বাড়ীটে রে ?

বিমলা। আজ্ঞে, এই কাছেই।

কাশী। ঐ যে বড় বাড়ীটে দেখা যাচ্ছে, ওটা নয় তো ?

বিমলা। না না, ওটা নয়। ঐ যে বাড়ীটে দেখতে পাচ্ছেন, কাশ্মীরী বারাণ্ডাওলা—

কাশী। হাঁ, হাঁ।

বিমলা। না না, ওটা নয়। তার ঠিক ডাইনে যে মস্ত বাড়ীটে দেখতে পাচ্ছেন—

কাশী। ঐটে?

বিমলা। না না, তার সামনে যে নতুন ফটকওলা বাড়ীটে দেখতে পাচ্ছেন—

কাশী। বটে বটে, তা ওটা বেশ বাড়ী।

বিমলা। আজ্ঞে, ওটা কেন? তার সামনে যে একতলা বাড়ীটে দেখতে পাচ্ছেন—

কাশী। ঠিক ঠিক, ঐটে নাকি?

বিমলা। না না, তার পাশ দে যে গলিটে গেছে, তার ওদিককার মোড়ের মাথার বাড়ীটে।

কাশী। ও গলিতে ভাল বাড়ী আছে বলে তো মনে হয় না। বড় বাড়ীর মধ্যে তো এক হৈমবতী ঠাকরুণের।

বিমলা। ঐ, ঐ বাড়ীটে।

কাশী। বেশ দাঁও বটে। তবে, তিনি বাড়ী বেচতে গেলেন কেন?

বিমলা। আর মশাই, সে কথা আর কি বলবো? তিনি যে পাগল হ'য়ে গেছেন। তাঁর ভাই এয়েছে, তিনি নাকি তাঁকে পাগলা-গারদে দেবার হুকুম নিয়েছেন।

কাশী। আহাহা! শুনে বড় দুঃখ হ'ল।—কথায় কথায় অনেক দেরি হ'য়ে গেল, তুই দরজা খুলতে বল্।

বিমলা। (স্বগতঃ) এইবারে কি করি?

কাশী। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোর বাবুর কোন বিপদ্ ঘটেনি তো?

বিমলা। আজ্ঞে না, তবে—

কাশী। আজ্ঞে না, তবে কি? শীগ্‌গির বল্।

বিমলা। আজ্ঞে, আপনি বাড়ীতে ঢুকবেন না, আপনার পায়ে পড়ি।

কাশী। এ যে ভারি আবদার দেখছি! কেন, কি হয়েছে?

বিমলা। আপনার বাড়ীতে ছ মাস হ'ল—

কাশী। আমার বাড়ীতে ছ মাস আবার কি হ'ল?

বিমলা। আজ্ঞে, এই ছ মাস ধরে আপনার বাড়ীতে ভূতের দৌরাত্মি্য হয়েছে। আপনি যদি দেখেন তো একেবারে আপনার দাঁতকপাটি লেগে যাবে। শোরের চেঁচান, ঝড়ের মতন বোঁ বোঁ শব্দ, পেঁচার ডাক, শেয়ালের ডাক, ভেঁটার গড়গড়ানি—এই সব দিন রাত্তিরই হচ্ছে।

কাশী। বেটী খেপেছে রে! তোকেই ভূতে পেয়েছে দেখছি। সরে দাঁড়া, দেখি আমার বাড়ীতে আমি ঢুকতে পারি কি না?

বিমলা। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি ঢুকবেন না।

কাশী। আমার বাড়ীতে আমি ঢুকবো না?

বিমলা। একটু দেরি করুন; এখন ছুজন রোজা ঢুকে ভূত নাবাচ্ছে। বোধ হয় এখন ভূতের নাচ হচ্ছে। (নেপথ্যে উচ্চ হাস্য) ঐ—ঐ শুনুন।

কাশী। (চমকিয়া) তাইতো, ব্যাপারখানা কি?

বিমলা। (স্বগতঃ) এই ভূতের ভয় দেখান ভিন্ন আর উপায় নেই। (নেপথ্যে বিকট চীৎকার) শুনলেন মশাই? পেত্যয় হ'ল? এবাড়ীতে কেউ টেঁকতে পারে না বলেই তো বাবু আমার ঐ হৈমবতী ঠাকরুণের বাড়ীটে কিনেছেন।

কাশী। কি? আমার ছেলে আমার বাড়ী ছেড়ে গেছে? বলিস কিরে!

বিমলা। আজ্ঞে, আমি কি মিছে কথা বলছি? একদিন রাত্তিরে বাবু দেখলেন যে শোবার ঘরের জানলার নীচে একটা তালগাছের মতন কি দাঁড়িয়ে রয়েছে; তার নাকি কুড়িটে মাথা, একশোটা চোক, পৌণে দুশোটা নাক—

কাশী। দূর বেটী! এসব কি সত্যি? না আমায় ভয় দেখাচ্ছিস? হুঁ, ভূতযোনি আছে তা স্বীকার করি, কিন্তু আমার বাড়ীতে কেন তারা উৎপাত করবে তা তো বুঝতে পারিনি।

বিমলা। তা, আপনি তো কাণে শুনলেন, আর চোখে দেখতে চান তো না হয় ভেতরে ঢুকুন। (নেপথ্যে বিকট চীৎকার) ঐ—ঐ আবার! রাম রাম রাম রাম!

কাশী। রাম রাম রাম রাম! তা দেখ্, তবে আমার তোরঙ্গ টোরঙ্গগুলো আমার ছেলের নতুন বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই।

বিমলা। আজ্ঞে, সেটা এখন করবেন না।

কাশী। কেন? সে বাড়ীতে আবার ভূত জুটেছে নাকি?

বিমলা। আজ্ঞে না, হৈমবতী ঠাকরুণ আজও সে বাড়ীতে থাকেন। আমি তো আগেই বলিছি যে তিনি পাগল হয়েছেন, বাড়ী বেচবার কথা কেউ যদি তাঁকে বলে, তা হ'লে আর তার বাঁচোয়া নেই।

কাশী। আচ্ছা, আমি বুঝে সুঝে কথা কইব এখন।

বিমলা। দিন দুই অপিক্ষে কল্লে ভাল হয়।

কাশী। না, আমি এখনি সেখানে যাব।

বিমলা। এই যে তিনি এখানে আসছেন, বুঝে সুঝে কথা-বাত্রা কইবেন।

(হৈমবতীর প্রবেশ)

হৈম। একি? কাশীবাবু এয়েছেন যে!

বিমলা। (জনান্তিকে) হাঁ, রেলের গাড়ীতে ওঁর যথা-সর্ব্বস্ব চুরি গেছে, সেই জন্য একেবারে খেপে গেছেন।

হৈম। আহাহা! এমন লোকেরও এমন হয় গা!

বিমলা। (জনান্তিকে) তা উনি যা বলবেন সে কথা কিছু মনে টনে কোরোনা। আমরা শীগ্গিরই ওঁকে পাগলা-গারদে দেব।

হৈম। (স্বগতঃ) চাউনিটে কি যেন এক তর!

কাশী। (স্বগতঃ) ইস্! এঁর চেহারাটা কি ভয়ঙ্কর হয়েছে, চোখ দুটো যেন লাটায়ের মতন ঘূরছে!

হৈম। কাশীবাবু, আপনি বাড়ী এয়েছেন বড় খুসী হলেম। কিন্তু আপনার বিপদের কথা শুনে বড় কষ্ট হ'ল।

কাশী। ভগবানের ইচ্ছে আর রোজাদের হাত। থামকা থামকা বাড়ীটে ভূতে পেলে গা!

হৈম। (স্বগতঃ) বাড়ীটে ভূতে পেলে! আহা বড় খেপেছে দেখছি! কথা কাটাকাটি করবো না, তা হ'লে আরও বেড়ে যাবে।

কাশী। তা বলিকি, তোমার বাড়ীতে যদি দয়া করে আমার মোটঘাটগুলো রাখতে দাও, তা হ'লে বড় ভাল হয়।

হৈম। স্বচ্ছন্দে—এও কি কথা গা! আমার বাড়ীকে আপনি নিজের বাড়ীর মতনই ভাবতে পারেন।

কাশী। দেখ, তোমার এই অবস্থায় আমি তোমাকে অপ-মান করতে ইচ্ছে করিনে। (জনান্তিকে) বিমলি, কৈ এঁর তো পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখতে পেলেম না?

বিমলা। (জনান্তিকে) মাঝে মাঝে একটু একটু জ্ঞান হয়, একটু পরেই আবার দেখতে পাবেন।

কাশী। দেখ, তুমি যে জ্ঞানশূন্য হয়েছ, তা তো এ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কয়ে টের পাওয়া গেল না; তা এখন দেখছি বেশ হুঁসের সময়, এইবেলা বলনা কেন, কি জন্য তোমার উন্মাদ রোগ জন্মাল? আমার বোধ হয় তোমাকে যে পাগলা-গারদে দেবার হুকুম নেওয়া হয়েছে, সেটা অন্যায় কাজ হয়েছে।

হৈম। আমাকে পাগলা-গারদে দেবে? আমাকে!

কাশী। (জনান্তিকে) নারে ঠিক বলেছিস, ভারি উন্মাদ দেখছি।

হৈম। তা এর চেয়ে যদি বেশী বাড়াবাড়ি না করেন তা হ'লে আপনাকে গারদে রেখে দেওয়া অন্যায় বৈকি?

কাশী। আমাকে গারদে রেখে দেবে? হাঃ হাঃ হাঃ! উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে?—না না না, তোমার যে বাড়ীখানি বিকিয়ে গেছে, তার জন্য কিছু মনে করো না; আর অন্যে না নিয়ে আমার ছেলে যে কিনেছে তা সে তোমার পক্ষে ভালই হয়েছে। তা তুমি সজ্ঞানে যে রকমে ছিলে এখনও ঠিক সেই রকমে সেখানে একটা কুটুরিতে থাকতে পাবে। তুমি যে পাগল হয়েছ, এ কথা তোমায় কিছুতেই জানতে দেব না।

হৈম। আমি পাগল? তুমি পাগল—তোমার সাতগুষ্টি পাগল! তোমাকে আবার আহা আহা করবো? বুড়ো বয়েসে খেপেছ, আর সারবার উপায় নেই। বেমলা, যাতে শীগগির শীগ্‌গির এঁকে গারদে দেওয়া হয় তাই করগে। তা না হ'লে সকলকে কামড়ে মারবে দেখছি। [প্রস্থান।

কাশী। বটে? তুমি কেমন করে আমার ছেলের বাড়ীতে থাকতে পার তা দেখে নেব। এই শোন—তোমায় নুটীশ দিচ্ছি, এখনি তোমার জিনিসপত্র উঠিয়ে নাও। আমি এখনি সে বাড়ীতে গিয়ে উঠবো।

(ভিতর হইতে কিষণলাল ও বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিমলা। রাম রাম রাম রাম!

[প্রস্থান।

কাশী। রাম রাম রাম রাম!

কিষণ। রাম রাম বাবু সাহাব।

কাশী। আপনারা কি রোজা না ভূত?

কিষণ। ক্যা বাবু সাহাব, রোজা কা বাত ক্যা বোলতে হেঁ? ময় মুসলমান নেহি, ময় রোজা করতা নেহি।

কাশী। হামারা গোস্তাকি মাপ করতে আজ্ঞা হয়। আপনি তো তেজিমন্দি খেলতা হায়? আফিমকা ভাও আজ কাল কিস্ মাফিক হায়?

কিষণ। আরে ভাই তোম তো বাউরা হায় মালুম হোতা।

কাশী। (স্বগতঃ) এর ব্যাপারখানা কি? ক্রমেই যে সন্দেহ বেড়ে উঠছে; যা থাকে অদেষ্টে, ঢুকে তো পড়ি।

বিশ্বে। খবরদার, বাড়ীতে ঢুকোনা।

কাশী। কেন? আপনারা যখন বেরিয়ে এয়েছেন, তখন ভূতের নাচ তো বন্ধ হয়ে গেছে।

কিষণ। আরে কাঁহা যাতা হায় উল্লু?

কাশী। আমার নিজকা বাড়ী, তোম বারণ করবার কোন্?

বিশ্বে। আপনার বাড়ী?

কাশী। আজ্ঞে, এই বাড়ীর বাবুই আমার পুত্র!

বিশ্বে। আপনি অমরবাবুর ঠাকুর? আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আপ্যায়িত হলেম। ইনি রায় বাহাদুর কিষণলাল।

কিষণ। ইনি রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বর।

কাশী। আমার পরম সৌভাগ্য যে একেবারে হরিহর মূর্ত্তি দেখলেম।

বিশ্বে। সে কি রকম?

কাশী। এই, কিষণজী আর বিশ্বেশ্বর। আমি আপনাদের গোলামের গোলাম।

বিশ্বে। আপনি তার গোলাম হ'তে পারেন, কিন্তু অমর-বাবু আমাদের গোলাম নন। তিনি বড় উঁচুদরের লোক, তাঁর বাপ হওয়া বড় পুণ্যের কথা। তা আপনি ঠিক সময়ে ফিরেছেন, কারণ কাল সকালে যে সে কি খাবে তার আর এমন কোন সংস্থান নাই। এমন ছেলের জন্য যে আপনি গো-খাটন খেটে টাকা রোজকার করেছেন, তা আপনার সার্থক হয়েছে। আপনি যত টাকা দিয়েছেন, তার একটী পয়সাও সে হাতে রাখেনি।

কাশী। তা দরজা ছেড়ে দিন, এমন গুণময় সন্তানকে দেখ-বার জন্য আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বিশ্বে। তা একটু সবুর করতে হবে। বাড়ীটে কিছু বে-মেরামতি আছে, একটা ঘর কেবল সাজান আছে, তা সেখানে আজ খুব গটরা চলছে; বোধ হয় সেখানে চেয়ারও বাড়ান্ত। তা আপনি বেশ সময়ে ফিরেছেন, বাড়ীতে এমন জিনিসটি নাই যে তা বাঁধা দিয়ে আপনাকে একছিলিম তামাক দেয়!

কাশী। বটে? আমার ছবিটবিগুলোও কি চুলোয় গেছে?

বিশে। সেগুলো তো সকলের আগে ছেড়েছে; তা, তাতে তার কোন দোষ ছিল না। অমন সুরুচিসম্পন্ন লোকের কাছে অমন অশ্লীল ছবিগুলো চক্ষুশূল হয়েছিল।

কাশী। আমার সেই বড় কালীমূর্ত্তিখানাও গেছে? তার ফ্রেমের দামই দেড় শ' টাকা হবে! এমন কে সৌখীন আছে যে অত দামের ছবিখানা কিনবে?

বিশে। আজ্ঞে, তার জন্য চিন্তা করবেন না, সেখানা তের টাকায় রায় বাহাদুর কিনেছেন।

কাশী। মহামায়ীকি উপর আপনার অচলা ভক্তি!—এখন সরুন, ভেতরে গিয়ে দেখি গে, দেওয়ালগুলোর ছুপিট আছে কি না? (বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

বিশে। হাঃ হাঃ হাঃ! বেটা ভারি ফাঁপরে পড়েছে।

কিষণ। অমরবাবুকা আচ্ছা হাল হুয়া।

বিশে। আপ যো জুয়া খেলামে উস্ রোজ পনের হাজার রুপেয়া উনসে জিতা, ওহিসে উসকো আচ্ছা আক্কেল মিলা। শালা বুরা আদমিকো লেড়কা হোকে হাম লোগোঁকা চাল চালানে মাংতা হায়।

কিষণ। দেখিয়ে রাজা সাহাব, গাধ্বেকা বাচ্ছা, যিসকো দেনা দেনে হোতা হায়, আপ লোগোঁকো বরাবর হোনে চাতা, যিস লোগোঁকো কভি দেনা নেহি দেনে হোতা হায়।

বিশে। চলিয়ে, ভিতর যাকে দেখে ক্যা তামাসা হোতা হায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

On with the dance, let joy be unconfined.—*Byron.*

অষ্টম দৃশ্য—হল।

(অমরনাথ, বিশ্বনাথ, রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, মহারাজা বাহাদুর, অন্যান্য বন্ধুগণ ও নর্ত্তকীগণ আসীন ; কাশীনাথের প্রবেশ)

অমর। মশাই, ইনিই আমার পিতা, এই মাত্র হঠাৎ চাকরি-স্থল থেকে পৌঁছেছেন। ইনি রায় বাহাদুর কিষণলাল, ইনি রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বর, ইনি মহারাজা বাহাদুর অচিন্ত্যপ্রকাশ।

কাশী। একটা মহামহোপাধ্যায় আর একটা সাম্‌সুউল্লো হ'লেই দরবারটা পুরো হ'ত। মহারাজা বাহাদুরগণ! আমি সকলকেই এই খেতাব দিয়ে বলছি, কারণ জানিনা উনিশ বিশ হ'লে আবার কার অপমান হবে—আমার নিবেদন শুনুন। (যোড়হস্তে) আপনাদের মত মহৎ লোকেরা যে আপনাদের শরীরের দ্বারা এই অধমের বাড়ী পরিপূর্ণ করেছেন, আর এই অধমের টাকায় কেনা মদ আর মাংসের দ্বারা যে আপনাদের উদর পরিপূর্ণ করেছেন, এ সম্মানের জন্য এ দাস আপনাদের কাছে চিরকালের মত গোলাম-খত লিখেছে। এখন সবিনয় নিবেদন, যে আপনাদের আর এই বাহাদুর-ভক্ত বাঁদরের মুখ আর আমি দেখতে ইচ্ছা করিনি ; অতএব আপনারা "দুর্গা-শ্রীহরি" বলতে পারেন।

কিষণ। আরে, এ গিধ্বোড় ক্যা বোলতা হায় রে ?

কাশী। বোলতা হায় এই, যে আপনার "রাম নাম সত্য

হায়' করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, অতএব এই বেলা ভাগিয়ে; তা বোধহয় আমার ছেলের কোন কষ্টই হবে না, আপনারা বোধহয় ওকে খেতে পরতে দিতে পারবেন।

অচিন্ত্য। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনি, আপনি কি বলছেন?

কাশী। বলছি এই যে আপনাদের মত মহৎ মহৎ অতিথি-সেবা করে আমার ছেলের বৈকুণ্ঠে স্থান হয়েছে।

অচিন্ত্য। কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমরা ভিখিরী? তোমাদের মত লোকের বাড়ী ঢুকে আমি তোমাকে কত সম্মানিত করেছি তা জান?

কাশী। আমার বাড়ী থেকে বেরুলে আমি আরও সম্মানিত হব।

অচিন্ত্য। চলহে রাজা চল, থিয়েটারে যাওয়া যাক, ছোটলোকের পয়সা না হয় হয়েছে, তা বলে তার শিষ্টাচার মিলবে কোথেকে?

[মহারাজা ও রাজার প্রস্থান।

কাশী। মিষ্টি আচার এই বাবু সাহেবের কাছে মিলতে পারে। কেঁও রায় সাহেব, আপনার দোকানে আমলকীকা মোরব্বা মিলতা হায়?

কিষণ। বেকুব বেয়াদব কাহাঁকা!

[প্রস্থান।

জনৈক বন্ধু। চলহে, বাহাদুরেরা যখন চলে গেলেন তখনই তো সভা ভঙ্গ হয়েছে।

[অন্যান্য বন্ধুগণের প্রস্থান।

কাশী। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তা আপনারা আর বসে কেন? ইন্দ্রের সভা তো ভঙ্গ হয়েছে, আর কেন? ভূত তো তাড়িয়েছি তবে আপনারা আর কেন? রোসো রোসো, সব ঘরগুলো দেখে আসি; আরও যে কটা পেত্নী আছে সবগুলোকে জুটিয়ে এক সরষে পড়া দেব।

[প্রস্থান।

অমর। এইবারেই মুস্কিল! লীলাকে যদি দেখতে পায় তা হ'লে তো আর আমাদের মাথা থাকবে না।

নিশা। (স্বগতঃ) এইবারে সরে পড়ি বাবা! একেই বলে মোসাহেবির মাশুল!

[প্রস্থান।

(লীলাকে লইয়া কাশীনাথের প্রবেশ ও অমরনাথের প্রস্থান)

কাশী। আপনি আর কেন! দক্ষযজ্ঞ নাশ করে তো আপনার সেনা সামন্তেরা সব চলে গেছে? আপনি এখনও প্রাণধারণ করে আছেন কি জন্য? আমার ছাগ-মুণ্ড হয়নি বলে কি আপনার আশা মেটেনি?

[লীলাকে লইয়া প্রস্থান।

(বিজয়লাল ও হৈমবতীর প্রবেশ)

বিজয়। কৈ, কেউ তো কোথায় নাই। কাজটা ভাল হ'ল না, তুমি কেবল লোকের কথায় নেচে বেড়াও, চাক্ষুষ প্রমাণ তো দেখ না? অপরের বাড়ীতে অবৈধ প্রবেশ করা ট্রেস্পাস্ (Trespass)।

হৈম। রেখে দাও তোমার ফিস্ফাস!

বিজয়। তুমি কি চার্জ্জ (Charge) দিতে চাও? কিড্-ন্যাপিং (Kidnapping)?

হৈম। কি ন্যাকামই কর তার ঠিক নেই।

বিজয়। তবে কি বল? অ্যাব্‌ডাক্সন্ (Abduction)?

হৈম। রেখে দাও তোমার ড্যাক্‌ডিকিসন্!—এই, এই দেখ, এই এখন তোমার রাক্ষুসে পেরমাণ হয়েছে?

(অমরনাথ ও লীলাকে লইয়া কাশীনাথের প্রবেশ)

কাশী। ব্যাপারটা কি ঠিক করে বল্?

হৈম। বলি হাঁগা ভালমানুষের মেয়ে, একেবারে কি লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ? আমার জাতকুলে একেবারে কালি দিলি? (কাশীনাথের প্রতি) এই বুঝি আপনার পাগলামির চিহ্ন? বাপ বেটায় জুটে আমাদের সর্ব্বনাশ কল্লে!

বিজয়। এইটি কি আপনার পুত্র?

হৈম। হাঁ—হাঁ, তার আবার কি রাক্ষুসে পেরমাণ চাই নাকি? এইটিই তোমার সখের জামাই হচ্ছিল।

বিজয়। হচ্ছিল কেন? হবে! ও যখন আমাকে ঠকাতে পেরেছে, তখন ওর আর জোড়া মিলবে না! ওকে ফাঁসিকাঠে চড়ালে ফাঁস ছিঁড়ে যাবে, পুলিপোলাও পাঠালে জাহাজ ডুবি হ'লেও সমুদ্র সাঁতরে পালিয়ে আসবে! এমন ছেলেকে ছাড়তে আছে?—হৈম, তুমি অমত কোরো না।

কাশী। এইটি তোমার ভাইঝি? একেই কি তুমি তোমার বিষয় দেবে?

হৈম। দেব মনে করেছিলেম বটে, কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু কি ? দিতে হবে। কাশীবাবু, আপনি দিন স্থির করুন, হৈমর বিষয়ের ভার আমার উপর রইল।

অমর। বাবা, আমাকে মাপ করুন; আমি আপনার একটীমাত্র সন্তান, আমার প্রতি মুখ তুলে চান।

কাশী। আর আমি তো বাপু তোমার *একটীমাত্র বাবা,* তুমি কোন্ আমার প্রতি মুখ তুলে চেয়েছিলে ?

অমর। বড়লোকের পাল্লায় পড়া যে কি সুখ তা এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, আর আমি ওদের সম্পর্ক রাখবো না। (বিজয়লালের প্রতি) আপনিও আমাকে মাপ করবেন, বড় বিপদে পড়েই আপনার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছিলেম, আপনি রাগ করবেন না।

বিজয়। না না, আমার কিছুমাত্র রাগ নাই। তোমার বুদ্ধির তেজ দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়েছি। আমি ওকালতী করবো আর একটি অ্যাটর্ণির (Attorney) আফিস খুলবো, তোমাকে তার ম্যানেজিং ক্লার্ক (Managing Clerk) করবো; আমি সাহস করে বলতে পারি, আমার ফার্মের (Firm) চেয়ে কেউ উঁচিয়ে যেতে পারবে না।

কাশী। (হৈমবতীর প্রতি) তোমাকে আমি পাগল ঠাউরেছিলেম, আমার অপরাধ নিও না। সেই বিমলি বেটীর বুদ্ধিতে আমার ও রকম ভ্রম হয়েছিল; সে বেটীকে আমি খেংরা মেরে বিদেয় করে দিচ্ছি। (গমনোদ্যোগ)

বিজয়। না না না না, অমন কাজ করবেন না, আমি সব শুনেছি। তার মত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক অতি কম মেলে। তা আপনি যদি না রাখতে চান, আমাকে দেবেন, আমি তাকে

আমার ওকালতী ডিপার্টমেণ্টের (Department) মুহুরী করে রাখবো।

কাশী। তবে আর কি; সব মিটমাট হ'য়ে গেল। লীলা শুনিছি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ওকে ঘরে এনে আমি বড় সুখী হব। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) তোমরা অনেকক্ষণ বসে রয়েছ, না? তা তোমরা একটা মিলন গেয়ে আর নেচে কুঁদে মাত করে দাওনা কেন? বাবুরা সব তর্ হ'য়ে বাড়ী চলে যান।

নর্ত্তকীগণ। (গীত)

মোহিনী মাধবী মরি তমালে বেঠিল রে।
পিকতান হরে প্রাণ, প্রেমে উথলিল রে॥
নিশীথিনী বিষাদিনী, হাসে উষা সুহাসিনী,
ফুলবাসে কমলিনী, নয়ন খুলিল রে।
প্রেম সনে প্রমোদিনী, প্রমোদে মিশিল রে॥

যবনিকা।